গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট
সাধারণ শাখা-১

সিলেট বিভাগীয় জেলা প্রশাসক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ খলিলুর রহমান বিভাগীয় কমিশনার
সভার তারিখ	২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১
সভার সময়	বিকাল ৪.৩০ ঘটিকা
স্থান	ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে
উপস্থিতি	অনলাইন

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) কার্যপত্রমতে সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। সভায় বিগত সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করা হলে তা সংশোধনী ব্যতীত অনুমোদিত হয়।

০২। সভায় গত মাসে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১. ফৌজদারি কার্যবিধির আওতায় বিচারাধীন মামলা: সভায় জানানো হয় যে করোনা পরিস্থিতির কারণে জেলা প্রশাসনের অধীন ফৌজদারি আদালতের কার্যক্রম সীমিত ছিল। আগস্ট মাসে মামলা নিষ্পত্তির প্রমাপ অর্জিত হয়নি। অফিস-আদালত খুলে যাওয়ায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে ফৌজদারি আদালত পরিচালনার বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা হয়। সভায় আরও জানানো হয়ে ২০১৫-২০১৬ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির আওতায় সিলেট এবং সুনামগঞ্জে মামলা চলমান রয়েছে। এ মামলা দু'টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করার বিষয়ে সভায় আলোচিত হয়।	ক. স্বাস্থ্যবিধি মেনে জেলা প্রশাসনের অধীন ফৌজদারি আদালত পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)
	খ. ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর আওতায় দায়েরকৃত মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধিসহ প্রমাপ অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।	
	গ. ২০১৫-২০১৬ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির মামলা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সিলেট/সুনামগঞ্জ
২. মোবাইল কোর্ট পরিচালনা: ক. সভায় জানানো হয় যে, গত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মোবাইল কোর্টের প্রমাপ অর্জন নিশ্চিতকরণ এবং ই-কোর্টে তথ্য আপলোড অব্যাহত রয়েছে। খ. মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনগত প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় মোবাইল কোর্ট সম্পর্কে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক সম্প্রতি প্রদত্ত আদেশের বিষয় আলোচনা করা হয়। কর্মকর্তাদের মোবাইল কোর্ট বিষয়ে ব্রিফিং/প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। গ. সভায় জানানো হয় যে, মোবাইল কোর্টের জরিমানার টাকা চালানের মাধ্যমে নির্ধারিত খাতে জমাদান এবং অনলাইনে ভেরিফাই কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ চালানের অনলাইন ভেরিফিকেশন তদারকি করছেন বলেও সভাকে অবহিত করা হয়। ঘ. যৌন হয়রানি বিরোধী অভিযান পরিচালনার বিষয় সভায় আলোচিত হয়। গত মাসে এ সংক্রান্ত কোন মামলা দায়ের হয়নি। ঙ. মোবাইল কোর্ট আপিল মামলার প্রমাপ রয়েছে। করোনা পরিস্থিতির কারণে আদালতের কার্যক্রম বন্ধ থাকায় গত মাসে সকল জেলার মোবাইল কোর্টের আপিল মামলার নিষ্পত্তির প্রমাপ অর্জিত হয়নি মর্মে সভায় জানানো হয়।	ক. মোবাইল কোর্টের প্রমাপ অর্জন নিশ্চিতকরণ এবং ই-কোর্টে তথ্য আপলোড অব্যাহত রাখতে হবে। খ. বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর তত্ত্বাবধানে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সম্পর্কিত ব্রিফিং/প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। গ. মোবাইল কোর্টে আদায়কৃত জরিমানার টাকা যথাযথভাবে নির্ধারিত খাতে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ এবং অনলাইনে চালান ভেরিফিকেশন অব্যাহত রাখতে হবে। ঘ. যৌনহয়রানি প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। ঙ.মোবাইল কোর্ট আপিল মামলা নিষ্পত্তির প্রমাপ অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।	বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)

৩. ই-নথি ও ই-সার্ভিস সিস্টেম ক. সভায় জানানো হয় যে, ই-নথির মাধ্যমে পত্র প্রেরণের পর পুনরায় হার্ডকপি প্রেরণ করা হচ্ছে। ই-নথির পত্র পুনরায় হার্ড কপিতে জারি না করার বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। খ. সভায় জানানো হয় যে সরকারি ই-মেইল নীতিমালা মতে বেসরকারি ই-মেইল যেমন @gmail.com এর পরিবর্তে দাপ্তরিক ই-মেইল যেমন- @mopa.gov.bd ব্যবহারের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় (একটি উপজেলা ব্যতীত) তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কিন্তু সুনামগঞ্জ জেলার অধিকাংশ উপজেলায় তা বাস্তবায়িত হয়নি। সকল ক্ষেত্রে সরকারি ই-মেইলের ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হয়।	ক. ই-নথি কার্যক্রম জোরদার অব্যাহত রাখতে হবে। খ. ই-নথিতে জারিকৃত পত্র পুনরায় হার্ড কপিতে প্রেরণ বন্ধ করতে হবে। গ. সরকারি ইমেইল নীতিমালা মতে দাপ্তরিক ই-মেইল ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	ক. জেলা প্রশাসক (সকল); খ. সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট
৪. অনলাইন ডিলিং লাইসেন্স সিস্টেম চালুকরণ সভায় জানানো হয় যে, গত সভার সিদ্ধান্ত মতে অনলাইন ডিলিং লাইসেন্স সিস্টেমের সীমাবদ্ধতা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সফট বিডি এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জেলা প্রশাসকগণ পত্র প্রেরণ করেছেন। সভায় জানানো হয় যে, অনলাইন ডিলিং লাইসেন্স সিস্টেমের সফটওয়্যারের এখনো সীমাবদ্ধতা রয়েছে। শুধুমাত্র আবেদন গৃহীত হয়, কিন্তু নিষ্পত্তি করা যায় না। অনলাইন ডিলিং লাইসেন্স সিস্টেমের সফটওয়্যার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	অনলাইন ডিলিং লাইসেন্স সিস্টেমের সমস্যা ও উত্তরণের উপায় এবং সিস্টেম পরিবর্তন/উন্নয়নের বিষয়ে জেলা প্রশাসকগণ প্রয়োজনীয় যোগাযোগ অব্যাহত রাখবেন।	জেলা প্রশাসক (সকল)
৫. গণশুনানি সংক্রান্ত: সভায় জানানো হয় যে, গত সভার সিদ্ধান্ত মতে যথাযথ ফরম্যাট অনুসরণ করে গণশুনানী সম্পর্কিত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইউনিট সংখ্যা ঠিক রেখে গণশুনানী প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।করোনা পরিস্থিতির কারণে গণশুনানি গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। স্বাস্থ্যবিধি মেনেগণশুনানি কার্যক্রম পরিচালনা করার বিষয় সভায় আলোচিত হয়।	ক. স্বাস্থ্যবিধি মেনে গণশুনানি কার্যক্রম পরিচালনার ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
৬. উঠান বৈঠক অনুষ্ঠান: লকডাউন প্রত্যাহার হওয়ায় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিভিন্ন সামাজিক প্রচারণার অংশ হিসেবে উঠান বৈঠক-সভা অনুষ্ঠানের ধারা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক প্রচারণার অংশ হিসেবে উঠান বৈঠক/সভা পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
৭. করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ: সভায় জানানো হয় যে গত সভার সিদ্ধান্ত মতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সভায় করোনা সম্পর্কিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হয়।	ক. করোনার সংক্রমণ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ/সচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
৮. কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তদন্তাধীন অভিযোগের নিষ্পত্তি: সভায় জানান হয় যে, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বর্তমানে মৌলভীবাজার জেলার একটি অভিযোগ তদন্তের জন্য রয়েছে।	কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	ক. অতি: বিভাগীয় কমিশনার(সার্বিক) খ. জেলা প্রশাসক (সকল)
৯. জেলা ব্র্যান্ডিং: সভায় জানানো হয় যে, গত সভার সিদ্ধান্ত মতে জেলা সমূহে “জেলা ব্র্যান্ডিং” কার্যক্রম হিসেবে জেলার ব্র্যান্ড বুকের ২য় সংস্করণ প্রকাশ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। “জেলা ব্র্যান্ডিং” এর স্বল্প(৬ মাস), মধ্য (১বছর ৬ মাস) ও দীর্ঘ মেয়াদী (তিন বছর) মেয়াদি পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের বিষয়ে সভায় আলোচিত হয়।	ক. জেলা ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমের প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে প্রেরণের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। খ. অর্থনৈতিক ও সামজিক প্রভাবকে সম্পৃক্ত করে “জেলা ব্র্যান্ডিং” কার্যক্রমের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
১০. ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠী প্রকল্প সংক্রান্ত: সভায় জানানো হয় যে গত সভার সিদ্ধান্তমতে সকল জেলা থেকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের জন্য গৃহীত প্রকল্প তালিকা পাওয়া গেছে। জেলা প্রশাসকগণ জানান যে গত অর্থ বছরে গৃহীত সকল প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণের বিষয় সভায় আলোচনা করা হয়।	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন/বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
১১. অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি: সভায় জানানো হয় যে দীর্ঘদিনের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য ত্রিপক্ষীয় সভার কার্যপত্র জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণকরার জন্য পত্র পাওয়া গেছে।	ক. পেন্ডিং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে। খ. ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনযোগ্য অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে কার্যপত্র প্রেরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)

<table>
<tr>
<td>১২. পেন্ডিং তালিকা:
গত সভার সিদ্ধান্ত মতে পেন্ডিং তালিকা সম্পর্কে জেলা প্রশাসকগণকে অবহিত করা হয়। পেন্ডিং তালিকা নিষ্পত্তিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সকলকে অনুরোধ করা হয়। এছাড়া সকল রিপোর্ট/রিটার্ণ ধার্য তারিখের মধ্যে এ অফিসে প্রেরণে নিশ্চিতকরণের বিষয়েও সভায় আলোচনা করা হয়।</td>
<td>ক. জেলা প্রশাসকগণের নিকট এ কার্যালয়ের পেন্ডিং কাজকর্ম নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
খ. বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে জেলা প্রশাসকগণের পেন্ডিং তালিকা প্রতিমাসের ৭ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।
গ. প্রতিবেদনসমূহ নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।</td>
<td>জেলা প্রশাসক (সকল)</td>
</tr>
<tr>
<td>১৩. এপিএ এবং এনআইএস:
সভায় জানানো হয় যে, ২০২০-২০২১ অর্থ বছর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সমূহের এপিএ ও এনআইএস এর মূল্যায়ন করা হয়েছে যার বিবরণ নিম্নরূপ
ক. ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এনআইএস মূল্যায়ন
<table>
<tr><td>জেলা</td><td>অর্জিত নম্বর</td><td>অর্জিত মান</td></tr>
<tr><td>হবিগঞ্জ</td><td>৭৩.৯৫</td><td>চলতি মান</td></tr>
<tr><td>মৌলভীবাজার</td><td>৫৪.৩৯</td><td>“চলতি মানের নিম্নে” এর নিম্নে</td></tr>
<tr><td>সুনামগঞ্জ</td><td>৩৯.১১</td><td>“চলতি মানের নিম্নে” এর নিম্নে</td></tr>
<tr><td>সিলেট</td><td>৩৭.৮৫</td><td>“চলতি মানের নিম্নে” এর নিম্নে</td></tr>
</table>
ক. ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এপিএ মূল্যায়ন
<table>
<tr><td>জেলা</td><td>অর্জিত নম্বর</td><td>অর্জিত মান</td></tr>
<tr><td>হবিগঞ্জ</td><td>৯৪.৯৭</td><td>অতি উত্তম</td></tr>
<tr><td>সিলেট</td><td>৭৪.২৬</td><td>চলতি মান</td></tr>
<tr><td>মৌলভীবাজার</td><td>৭৩.৯১</td><td>চলতি মান</td></tr>
<tr><td>সুনামগঞ্জ</td><td>৫১.১১</td><td>“চলতি মানের নিম্নে” এর নিম্নে</td></tr>
</table>
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার জানান এ বছরের এপিএ এবং এনআইএস মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রথমে খসড়া মূল্যায়ন করে জেলা প্রশাসকগণকে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে জেলা প্রশাসন থেকে এ সংক্রান্ত জবাব সংগ্রহ করা হয়। অতঃপর জেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে চূড়ান্ত মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়। তিনি জানান যে, এপিএ এবং এনআইএস এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও প্রমাণক প্রেরণের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রস্তুতি ও যত্নের অভাব লক্ষ্য করা গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাড়াহড়া করে প্রতিবেদন ও প্রমাণক প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে তাঁর নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে পারেনি। তিনি আরও জানান যে এপিএ ও এনআইএস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসকের তৎপরতা ও বিশেষ নজর থাকায় হবিগঞ্জ জেলা এপিএ-তে ৯৪.৯৭ নম্বর অর্জন করেছে, যা “অতি উত্তম” মর্মে বিবেচিত। তিনি আরও জানান যে, এনআইএস এর “অর্জিত মান” বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা না থাকায় এপিএ’র “অর্জিত মান” পদ্ধতি অনুসরণ করে এনআইএস এর “অর্জিত মান” প্রদান করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক, সিলেট এনআইএস এর “অর্জিত মান” পদ্ধতি না থাকায় এপিএ মূল্যায়ন পদ্ধতি বা “অর্জিত মান” অনুসরণে এনআইএস এর "অর্জিত মান" প্রদান না করার প্রস্তাব করেন। এপিএ এবং এনআইএস উভয় ক্ষেত্রে হবিগঞ্জ জেলা সিলেট বিভাগে ১ম স্থান অর্জন করায় এবং এপিএতে “অতি উত্তম” মান অর্জন করায় হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসককে অভিনন্দন জানানো হয়। সভাপতি অপর তিন জেলার এপিএ এবং এনআইএস এর অর্জনের বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি এপিএ এবং এনআইএস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও প্রমাণক সংগ্রহে আরও তৎপর ও যত্নশীল হতে জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন।</td>
<td>ক.এপিএ এবং এনআইএস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে যত্নশীল ও তৎপর হতে হবে।</td>
<td>জেলা প্রশাসক (সকল)</td>
</tr>
<tr>
<td>১৩.বিবিধ
ক. ৩ বছরের অধিক যেসব কর্মচারী একই কর্মস্থলে রয়েছে তাদের বদলির বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। জেলা প্রশাসকগণ জানান উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য তারা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ও পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হচ্ছে বলে তারা জানান।</td>
<td>ক. একই কর্মস্থলে তিন বছরের অধিক কর্মরত কর্মচারীদের বদলির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td>
<td rowspan="4">জেলা প্রশাসক (সকল)</td>
</tr>
<tr>
<td>খ. সভায় জানানো হয় যে বিভিন্ন জেলায় অধিক হারে কর্মচারীদের প্রেষণে নিয়োগের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে সিলেট জেলায় ২৮ জন, সুনামগঞ্জ জেলায় ২১ জন, মৌলভীবাজার জেলায় ১৪ জন এবং হবিগঞ্জ জেলায় ১ জন কর্মচারীপ্রেষণে নিয়োজিত রয়েছেন মর্মে জানা যায়। সিলেট, সুনামগঞ্জ এবং মৌলভীবাজার জেলায় অধিক সংখ্যক প্রেষণে কর্মচারী নিয়োগ বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকগণকে তাগিদ দেয়া হয়।</td>
<td>খ. কর্মচারীদের প্রেষণে নিয়োগ যৌক্তিক পর্যায়ে রাখতে হবে। আগামী সভায় প্রেষণে নিয়োজিত কর্মচারীদের তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।</td>
</tr>
<tr>
<td>গ. সভায় জানানো হয় যে গুরুত্বপূর্ণ সভায় অনুপস্থিত সদস্যদের তালিকা মতামতসহ ছকে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে নির্ধারিত ছক ছাড়া অনুপস্থিতি সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে। ফলে এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা যাচ্ছে না।</td>
<td>গ. গুরুত্বপূর্ণ সভায় অনুপস্থিত সদস্যদের তালিকা মতামতসহ নির্ধারিত ছকে প্রেরণ করতে হবে।</td>
</tr>
<tr>
<td>ঘ. সভায় জানানো হয় যে, ল্যামিনেটেড আমন্ত্রণপত্র/কার্ড ব্যবহার না করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে নির্দেশনা রয়েছে। লেমিনেশন কার্ডের ব্যবহার বন্ধ নিশ্চিত করার বিষয় সভায় আলোচিত হয়।</td>
<td>ঘ. ল্যামিনেশন কার্ডের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।</td>
</tr>
</table>

০৩। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

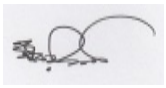

মোঃ খলিলুর রহমান
বিভাগীয় কমিশনার

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৬.০০০০.০০৫.০৬.০০২.২০.৩৯০

তারিখ: ১৯ আশ্বিন ১৪২৮
০৪ অক্টোবর ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) জেলা প্রশাসক, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার

২) সহকারী কমিশনার, আইসিটি সেল, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট।

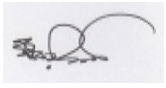

মোঃ খলিলুর রহমান
বিভাগীয় কমিশনার